হারমাটান, এক ভয়ঙ্কর দানব

কাজী জহিরুল ইসলাম

ভার্টিকেল ব্লাইন্ড সরিয়ে বাইরে তাকালাম। ছবির মতো দৃশ্য।

পাহাড়ের ওপর ভাসমান জাহাজের আদলে তৈরী একটি বিশাল পাঁচতারা হোটেল। হোটেল সেব্রোকো। ৫১৬ কক্ষ বিশিষ্ট হোটেল সেব্রোকোই জাতিসংঘের আইভরিকোস্ট মিশনের সদর দপ্তর। তিনতলায় আমার অফিস। জানালার বাইরে একটি শত বছরের পুরোনো পাহাড়ি শিমুল দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের খানিকটা ঢালে। পাতার ফাকে আঁড়াআঁড়িভাবে শুয়ে আছে একটি বিশাল নীল লেগুন। দূরে যেখানে লেগুনটি অবধারিত সঙ্গমে মিলিত হয়েছে আটলান্টিকের সাথে সেই মিলনমুখটিও এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কোত্থেকে একখন্ড মেঘ এসে হঠাৎ সূর্যটাকে ঢেকে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়লে আকাশ অন্ধকার হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই অন্ধকার স্বাভাবিক অন্ধকার না। অস্বাভাবিক অন্ধকার। অস্বাভাভিক অন্ধকারের ভেতর বাদুড় উড়তে শুরু করলো। পাহাড়িশিমুলের ডালে, পা ওপরে মাথা নিচে দিয়ে ঝুলে থাকা উল্টোমূখী বাদুড়গুলি উড়তে শুরু করেছে। বাদুড় ওড়ার মানে হলো রাত নেমেছে। এখন সকাল এগারোটা বাজে। এর মানে কি? অফিস রুমে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভার্টিকেল ব্লাইন্ডগুলো সরিয়েও কোনো কাজ হলো না। আমরা ঘরের বাতি জ্বেলে দিলাম। করিডোরের অন্ধকারে ইতস্তত পায়ের আওয়াজ। পা টিপে টিপে

হাঁটছে সবাই। কালো মেঘে চারপাশ ঢাকা পড়েছে। তার মানে এখনি বৃষ্টি হবে। সেই সঙ্গে ভয়ানক কোনো ঝড়ের আলামতও থাকতে পারে।

আমি করিডোরে নেমে এলাম। যেখানে আমাদের ফ্লোরের কফি ভেন্ডিং মেশিনটা আছে, ওখানে এসে জড়ো হয়েছে অনেকেই। আজ কি সূর্যগ্রহন? জিজ্ঞেস করলো সঞ্জীব শর্মা। কাকে জিজ্ঞেস করলো কিছুই বোঝা গেল না। এইরকম সময়ে মানুষ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করতে বেশী পছন্দ করে। উত্তরও আসে নৈর্ব্যক্তিক। যেন কেউ কারো সাথে কথা বলছে না। আবার সবাই সবার সাথে কথা বলছে। একটা রাতের আমেজ নেমে এসেছে আবিদজান শহরে সকাল এগারোটা সময়ে।

তিন ঘন্টা কেটে গেল। এখন বেলা দুইটা। আমরা গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে লাঞ্চে গেলাম। ঝড়-বৃষ্টির তেমন কোনো আলামত নেই। একটা গুমট অন্ধকার। কেয়ামতের সময় ঘনিয়ে এলো না-তো? প্রশ্নটা আমি কাকে করলাম নিজেও জানি না। হয়ত নিজের অবচেতনকেই করলাম। মানুষের চেতন মন অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না কিন্তু অবচেতন মন পারে। বাসায় গিয়ে দেখি সমস্ত ঘরে মিহি ধুলার আবরণ। অতি সুক্ষ্ম ধুলা ফ্লোরের ওপর একটা পাতলা ধুসর চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। এতো সুক্ষ্ম এই ধুলা যে পুরো ফ্লোরটা কেরাম বোর্ডের মতো পিচ্ছিল হয়ে গেছে। শুধু ফ্লোরে না, বেডরুমে গিয়ে দেখি বিছানা, বই-পত্র, পড়ার টেবিল সর্বত্র মিহি ধুলার রাজত্ব। কাজের বুয়াকে ধমক লাগালাম। নিশ্চয়ই তুমি জানালা দরোজা খুলে রেখেছিলে? ধুলা-বালিতে বাড়িঘর ডুবে আছে, সাফ করছো না কেন? মেরির মুখ চুষে খাওয়া আমের মতো। ও কোনো কথা বলতে পারছে না। কোনো এক সমুহ শঙ্কায় আতঙ্কিত। তাহলে কি সত্যিই কিয়ামত আসন্ন? মেরি হঠাৎ বেশ শব্দ করেই বলে উঠলো, হারমাটান। এরপরে ও আরো কিছু বললো কিন্তু আমি ওর ফ্রেঞ্চ তেমন কিছুই বুঝলাম না।

সার্জ গাই হাস্যোজ্জল এক তরুণ। প্রকিউরমেন্ট সেকশনে কাজ করে। আমেরিকায় এবং ব্রিটেনে পড়াশোনা করেছে। চমৎকার ইংরেজী বলে। স্থানীয় কর্মী হলেও ওর চলন-বলনে একটা আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক ভাব আছে। সার্জকে জিজ্ঞেস করলাম, হারমাটান কি? আকাশ তখনো অন্ধকার। সার্জ আমাকে আঙুলের ইশারায় কাচের ওপাশের অন্ধকার আকাশ দেখালো। ওই হলো হারমাটান। প্রতিবছর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে ওটা আসে। এক ভয়ানক দানব। প্রচুর জান নিয়ে যায়। এই যে অন্ধকার মেঘ দেখতে পাচ্ছো, এটা কিন্তু আসলে মেঘ না। সাহারা মরুভূমি থেকে প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে উড়ে আসা ধুলার পিন্ড। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে যখন সাহারায় ঝড় ওঠে, তখনি এই ধূলিমেঘ উড়ে আসে পশ্চিম আফ্রিকায়। এক ভয়ঙ্কর দানব এই হারমাটান। এই সময়ে কতো যে অজানা রোগ উড়ে আসে। আর রোজই মানুষ মরতে থাকে। হাসপাতালগুলো ভরে যায় নাম না জানা রোগে আক্রান্ত শত শত রুগী এসে।

কি বিচিত্র এই পৃথিবী। ঝড়, বন্যা, খরা, জলোচ্ছাসের মতো প্রকৃতিক দূর্যোগের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এবার এসে পড়েছি হারমাটানের কবলে।

১২ জুলাই, ২০০৬
আবিদজান, আইভরিকোস্ট